Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/17/2026 4:44 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২ চৈত্র ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ১৭ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৫ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/17/2026 4:44 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২ চৈত্র ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ১৭ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮৫ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

রেল বরাদ্দেও বৈষম্যের শিকার বাংলা! সংসদে সরব জুন

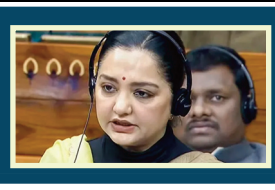

তেহরানে রাতভর গোলাবর্ষণ ইজরায়েলের! গুঁড়িয়ে গেল খামেনেইয়ের বিমান

ভারতে নাশকতার ছক! জঙ্গিযোগে এনআইএ-র হাতে গ্রেপ্তার আমেরিকান-সহ ৭ বিদেশি

বিরোধী দলনেতাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে

ভবানীপুর থেকে প্রার্থী হল মমতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ একুশের বদলা ছাব্বিশে। তবে এবার জমি আলাদা। নিজের ঘরের মাঠ ভবানীপুর থেকেই নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিপক্ষ সেই শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই স্পষ্ট হয়ে গেল, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও বাংলার সবথেকে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র হতে চলেছে দক্ষিণ কলকাতার এই আসনটি। মেগা ডুয়েলে এবার সরাসরি মুখোমুখি লড়াইয়ে নামছেন মমতা বনাম শুভেন্দু।তৃণমূল নেত্রীর নাম ঘোষণার আগেই একপ্রকার নিশ্চিত ছিল তাঁর কেন্দ্র। তাই প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগেই মমতার কেন্দ্র ভবানীপুরে তাঁর নামে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছিলেন দলীয় কর্মীরা। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে সুব্রত বক্সি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দেন নেত্রী। সেখানেই বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মমতা বলেন, 'বাংলার জন্য বিজেপি হয়েছে হ্যাংলা'। পাশাপাশি জয়ের হ্যাটট্রিক নিয়ে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল নেত্রী দাবি করেন, '২০২৬ সালের ভোটে তৃণমূল ২২৬টিরও বেশি আসন পেয়ে জিতব'।ছাব্বিশের লড়াইয়ে একঝাঁক রদবদল ঘটিয়েছে তৃণমূল। ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি এবার টিকিট পাননি। তবে বড় চমক হিসেবে বেলেঘাটা থেকে লড়ছেন কুণাল ঘোষ। অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর আসন বদল করে তাঁকে চণ্ডীপুর থেকে তেহট্টে পাঠানো হয়েছে। হাবড়া থেকে ফের টিকিট পেয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষান্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হয়েছেন উত্তরপাড়ায়।

ভাঙড় ধরে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শওকত মোল্লাকেই। বীরভূমের জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ এবার মুরারই থেকে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামছেন।প্রধানমন্ত্রীকেও তোপ দেগে মমতা বলেন, 'বিজেপিকে বলব ভদ্রভাবে লড়াই করুন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাকে টার্গেট করছেন কেন? মাথায় রাখবেন বাংলাকে যত আক্রমণ করবেন বাংলা তত জবাব দেবে'। পাঁচ বছর আগে নন্দীগ্রামে গিয়ে লড়াই করেছিলেন মমতা।

এবার কমিশনের কোপে ১২ পুলিশ সুপার, সরানো হল ডিসি সেন্ট্রাল-কেও

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোট ঘোষণার দিনই রাজ্যের প্রশাসনে নজিরবিহীন রদবদল। মধ্যরাতে নির্বাচন কমিশন মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব পদে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে বদল করেছে।এবার কমিশনের নির্দেশে একাধিক জেলার পুলিশ সুপারকেও বদলি করা হয়েছে। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণভাবে কলকাতা ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে ইয়েলওয়াড় শ্রীকান্ত জগন্নাথরাওকে। তিনি ২০১৫ সালের আইপিএস।কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মোট ১২ জেলার পুলিশ সুপার বদল করা হয়েছে। বারাসত পুলিশ জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন পুস্পা (আইপিএস ২০১২), কোচবিহারের এসপি হয়েছেন জসপ্রীত সিং (আইপিএস ২০১৬), বীরভূমের দায়িত্বভার নিয়েছেন সূর্যপ্রতাপ যাদব (আইপিএস ২০১১), ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি হয়েছেন রাকেশ সিং। হুগলি রুরালের নতুন পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ, ডায়মন্ড হারবারের ইশানি পাল (আইপিএস ২০১৩), মুর্শিদাবাদের সচিন (আইপিএস ২০১৩), বসিরহাটের অলকানন্দ ভাওয়াল (আইপিএস ২০১৭), মালদহে অনুপম সিং, পূর্ব মেদিনীপুরে অংশুমান সাহা, জঙ্গিপুরে সুরেন্দর সিং এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে পাপিয়া সুলতানা দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভোট ঘোষণার দিনই এমন ব্যাপক রদবদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচনী পর্যায়ে প্রশাসনিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ভোট পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা হিসেবে এটি দেখা হচ্ছে। বিশেষভাবে কলকাতা ডিসি (সেন্ট্রাল) ও কলকাতা পুলিশ কমিশনারের বদল রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নজরকাড়া ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

পাক হানায় মৃত্যুমিছিল কাবুলের হাসপাতালে

মৃত অন্তত পক্ষে ৪০০ জন, জখম আরও ২৫০

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সীমান্ত সংঘাতের আঁচ এবার আছড়ে পড়ল খাস আফগানিস্তানের রাজধানীর বুকে। সোমবার রাতে কাবুলের এক হাসপাতালে পাকিস্তানের ভয়াবহ বিমান হানায় কেঁপে উঠল গোটা দেশ। তালিবান সরকারের দাবি, পাক বাহিনীর ফেলা বোমায় অন্তত ৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম আরও ২৫০ জন। নিহতদের বড় অংশই চিকিৎসাধীন রোগী। যদিও নৃশংস এই হামলার অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছে ইসলামাবাদ। উল্টে তাদের দাবি, কোনও অসামরিক এলাকায় হামলা চালায়নি পাক ফৌজ। গত দু'সপ্তাহ ধরে চলা সীমান্ত সংঘর্ষ সোমবার চরম আকার নেয়। তালিবান ও পাক সেনার গুলির লড়াইয়ে চার আফগান সৈন্যের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আকাশপথে হামলা চালায় পাকিস্তান। মূলত নেশামুক্তি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ২০০০ শয্যার ওই হাসপাতালটি সোমবার রাত ৯টা নাগাদ পাক যুদ্ধবিমানের নিশানায় আসে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ভবনের বড় অংশ। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ফুটেজে দেখা গিয়েছে, অন্ধকারে টর্চের আলোয় জখমদের উদ্ধার করছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। চারিদিকে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন।ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সরব হয়েছে তালিবান প্রশাসন। আফগান সরকারের

কাবুলের হাসপাতালে আগুন নেভাচ্ছে দমকল। ছবি পিটিআই।

উপমুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত সমাজমাধ্যমে জানান, 'রাত ৯টা নাগাদ হাসপাতালটিতে হামলা হয়েছে। ৪০০ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২৫০ জন জখম হওয়ার খবর মিলেছে।' তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এই ঘটনাকে 'নীতিবিরুদ্ধ' এবং 'মানবতাবিরোধী অপরাধ' বলে দেগে দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, নিজেদের 'নৃশংস কর্মকাণ্ড' চালিয়ে যেতেই অসামরিক ভবন ও হাসপাতালকে নিশানা করছে পাকিস্তান।পাল্টা যুক্তি দিয়েছে শাহবাজ শরিফ সরকার। পাক প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র মোশারফ জাইদি এই অভিযোগকে 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। পাকিস্তানের তথ্য মন্ত্রকের দাবি, তারা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শুধুমাত্র 'সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ডেরা' ও সামরিক স্থাপনাগুলিকেই লক্ষ্য করেছে। আফগানিস্তানের অভিযোগকে 'বিভ্রান্তিকর' বলে দাবি করে ইসলামাবাদ জানিয়েছে, সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার দিক থেকে আন্তর্জাতিক নজর ঘোরাতেই তালিবানরা এমন প্রচার চালাচ্ছে।প্রতিবেশী দেশে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত। সোমবার রাতের এই ঘটনাকে 'গণহত্যা' বলে তোপ দেগেছে নয়াদিল্লি। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'রমজান মাসে যেভাবে হামলা হয়েছে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সামরিক অভিযানের নামে গণহত্যা চালাচ্ছে পাকিস্তান।' নয়াদিল্লির মতে, এই হামলা আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি আঘাত। ভারতের স্পষ্ট বক্তব্য, 'হাসপাতালকে নিশানা করে হামলা চালানোটা কোনওভাবেই ন্যায়সঙ্গত নয়।'সাম্প্রতিক সময়ে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর থেকে ভারত ও আফগানিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক অনেকটাই মজবুত হয়েছে। তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ভারত সফর কিংবা কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের সক্রিয়তা দুই দেশের বন্ধুত্বকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের এই 'বিবেকহীন' হামলার বিরুদ্ধে সরব হয়ে ভারত ফের বুঝিয়ে দিল, এই সংকটে তারা কাবুলের পাশেই রয়েছে।

তৃণমূলে যোগ দিলেন শিবশঙ্কর পাল

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই তৃণমূল কংগ্রেসে বড় চমক। মঙ্গলবার সকালে বাংলা দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশঙ্কর পাল তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূল ভবনে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে শিবশঙ্কর দলের সঙ্গে হাত মিলান। যোগদানের পর তিনি বলেন, আমি সারাজীবন বাংলার হয়ে মাঠে নেমেছি। এখন বাংলা ও বাঙালিকে আক্রমণ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে লড়াইয়ে নামতে চাই। আমি মাঠের মানুষ, খেলা হবে।

রাজনীতিতে ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ নতুন নয়। লক্ষ্মীরতন শুক্লা তৃণমূলের হয়ে নির্বাচনে লড়েছেন, আর প্রাক্তন বঙ্গ অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি বর্তমানে রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। অন্যদিকে প্রাক্তন পেসার অশোক দিন্দা এবার বিজেপির হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।প্রার্থী তালিকা ঘোষণার দিনে শুধু

কলকাতাতেই নয়, জেলাতেও তৃণমূলে একাধিক নতুন মুখ যোগ দিয়েছেন। বিষ্ণুপুর এবং ঝাড়গ্রামের কাণ্ডে এ ধারা লক্ষ্য করা গেছে। মমতা ব্যানার্জি কর্মীদের চাঙ্গা করে 'ভোকাল টনিক' দিয়েছেন এবং আত্মবিশ্বাসী করে বলেছেন, এবার তৃণমূলের আসন সংখ্যা আরও বাড়বে।এদিকে, নির্বাচনী কমিশনের পদক্ষেপে রাজ্যের মুখ্যসচিব থেকে রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতা পুলিশের কমিশনার পর্যন্ত বদলি হয়েছে। মমতা এই প্রসঙ্গে বলেন, বাঙালি মহিলা অফিসারকে সরানো হয়েছে। ওরা নারীবিদ্বেষী। তিনি দাবি করেন, যাঁদেরই পাঠানো হবে, তাঁরা বাংলার হয়ে কাজ করবেন।রাজ্যবাসীর এক বড় উদ্বেগের বিষয় রান্নার গ্যাস সরবরাহ। মমতা বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, বাজার বন্ধ করে, মাছ-মাংস নিষিদ্ধ করবে। মমতা সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে জানান, সংস্থাগুলোর সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। তিনি বলেন, অনেক কঠিন পথ পেরিয়েছি। আমাদের উপর ভরসা, বিশ্বাস ও আস্থা রাখুন।এই যোগদান ও মিছিল নির্বাচনের আগে তৃণমূলকে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে তুলে ধরেছে, যেখানে নতুন মুখের সংযোজন, বিদ্যমান দলের কর্মীদের উদ্দীপনা এবং নাগরিকদের দৈনন্দিন সমস্যা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/17/2026 4:44 PM Page 3

দৈনন্দিন কাজ সহজ করতে
আসছে নতুন প্রযুক্তির গ্যাজেট

নয়া জামানা ডেক্স ঃ প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে প্রযুক্তির জগৎ। আজকাল জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সবেতেই প্রযুক্তির দখলদারি। একদিকে গোটা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে ডিজিটাল মাধ্যম, অন্যদিকে নিত্যনতুন আবিষ্কার আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে করে তুলছে আরও সহজ ও আধুনিক। আগে যে কাজগুলো করতে অনেক সময় ও পরিশ্রম লাগত, এখন আধুনিক গ্যাজেটের সাহায্যে সেগুলো মুহূর্তের মধ্যেই করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে প্রযুক্তির প্রভাব আরও বাড়বে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিক্সের দৌলতে এমন কিছু অভিনব গ্যাজেট আসতে চলেছে, যা প্রযুক্তির দুনিয়ায় নতুন দিশা দেখাতে পারে। বিনোদন, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য কিংবা দৈনন্দিন অভ্যাস- প্রায় সব ক্ষেত্রেই নতুন প্রযুক্তির গ্যাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এর মধ্যে কিছু ইতিমধ্যেই বাজারে এসেছে, আর কিছু খুব শিগগিরই আসতে চলেছে। রইল সেইসব গ্যাজেটের হদিশ।

স্মার্ট হোম রোবটঃ প্রায়ই পরিচারিকা না বলে কয়ে ছুটি নিয়ে নেন? আর তাতেই অফিস, বাড়ি সামলিয়ে হিমশিম খেতে হয়? ভবিষ্যতে এই সমস্যা থেকেই রেহাই দেবে রোবট। শিগগিরিই আপনার হাতের নাগালে চলে আসবে হোম রোবট যা আপনার নির্দেশ বুঝে ঘর পরিষ্কার করা থেকে জিনিসপত্র এনে দেওয়া বা ঘরের নিরাপত্তা নজরদারি করার মতো কাজ নিমেষে করতে পারবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের কারণে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোবটগুলো পরিবারের সদস্যদের অভ্যাসও শিখে নিতে পারবে।

হাই-স্পিড এয়ার ডাস্টার ঃ কম্পিউটারের কিবোর্ড, ল্যাপটপ, ক্যামেরা কিংবা গাড়ির ড্যাশবোর্ডের মতো জায়গায় ধুলো জমে গেলে সাধারণ কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করা বেশ ঝক্কির। সেই কাজই সহজ করে দেয় হাই-স্পিড এয়ার ডাস্টার। ছোট আকারের এই পরিষ্কার করার যন্ত্র জোরালো বাতাসের সাহায্যে ধুলো উড়িয়ে দেয়। ফলে খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজেই ধুলো পরিষ্কার করা যায়।

ললিপপস্টার ঃ এবার ক্যান্ডির স্বাদের সঙ্গে মিলবে গান শোনার সুযোগও। ভাবতে যতই অবাক লাগুক, অত্যাধুনিক এক গ্যাজেটের দৌলতে এমনই সুবিধা পেতে পারেন। ললিপপস্টার। দেখতে সাধারণ ক্যান্ডির মতো, তবে এর ভেতরে রয়েছে বিশেষ প্রযুক্তি। এই ললিপপ মুখে রাখলে 'বোন কন্ডাকশন' পদ্ধতিতে কম্পনের মাধ্যমে শব্দ সরাসরি কানে পৌঁছয়। ফলে আপনি ক্যান্ডি খেতে খেতেই পছন্দের গান শুনতে পারবেন।

সিঁড়ি ওঠা রোবট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ঃ সাধারণ রোবট ভ্যাকুয়াম মেঝে পরিষ্কার করতে পারে, কিন্তু সিঁড়ি উঠতে পারে না। নতুন এই রোবটের বিশেষ চাকা ও ছোট 'পা' রয়েছে, যার সাহায্যে দিব্যি সিঁড়ি বেয়ে উঠে চটজলতি পুরো বাড়ি পরিষ্কার করতে পারবে এই রোবট।

সুইকার (এআই পোষা প্রাণী) ঃ ডিমের মতো দেখতে এই ডিভাইসটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'ফুটে' বের হয় এবং ছোট একটি ডিজিটাল পোষা প্রাণীতে পরিণত হয়। দিব্যি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারে, আচরণ শিখতে পারে এবং সময়ের সঙ্গে বদলাতেও পারে এই যন্ত্রটি।

স্মার্ট ইউরিন টেস্ট কিটঃ স্বাস্থ্য পরীক্ষাও এখন আরও সহজ। স্মার্ট ইউরিন টেস্ট কিট প্রস্রাবের নমুনা বিশ্লেষণ করে শরীরের পুষ্টির অবস্থা, জলের ঘাটতি বা অন্যান্য স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য মোবাইল অ্যাপে দেখিয়ে দিতে পারে।

এআই হেয়ার কাটার মেশিন যারা বাড়িতেই চুল কাটতে চান, তাদের জন্য বেশ উপকারী হতে পারে এআই হেয়ার কাটার মেশিন। এই ডিভাইস মাথার আকার বিশ্লেষণ করে সঠিকভাবে চুল কাটতে সাহায্য করে।

স্মার্ট নেইল পলিশ ফ্যাশন প্রযুক্তিতেও এসেছে নতুন চমক। বিদ্যুতের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে নখের রং বদলাতে পারে স্মার্ট নেইল পলিশ। এক নেইল পলিশেই বিভিন্ন রং ব্যবহার করা সম্ভব।

আল্ট্রা-থিন ফোল্ডেবল স্মার্টফোনঃ স্মার্টফোন প্রযুক্তি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আগামী দিনে আরও পাতলা ও ভাঁজ করা যায় এমন ফোন বাজারে আসতে পারে। ফোন খুললে বড় স্ক্রিনের মতো ব্যবহার করা যাবে, আবার ভাঁজ করে সহজেই পকেটে রাখা যাবে। উন্নত ডিসপ্লে প্রযুক্তি, শক্তিশালী প্রসেসর, উন্নত ক্যামেরা এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারিও থাকতে পারে।আর স্মার্ট গ্লাসঃ এআর বা অগমেন্টেড রিয়্যালিটি প্রযুক্তির চশমা ভবিষ্যতের অন্যতম আকর্ষণীয় গ্যাজেট হতে চলেছে। এই চশমা চোখে পরলে বাস্তব জগতের ওপর বিভিন্ন ডিজিটাল তথ্য দেখা যাবে। যেমন ধরুন অচেনা জায়গায় নেভিগেশন পাওয়া, মেসেজ বা নোটিফিকেশন সরাসরি চশমার লেন্সে দেখা যেতে পারে। এতে স্মার্টফোন বারবার হাতে নেওয়ার প্রয়োজন কমে যাবে।মাল্টি-পোর্ট স্মার্ট চার্জারঃ স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, স্মার্টওয়াচ বা ইয়ারফোন আলাদা আলাদা সবকিছুর চার্জ দিতে বিরক্ত লাগে? এবার এই ঝামেলার দিন শেষ। ইতিমধ্যে বাজারে গিয়েছে মাল্টি-পোর্ট চার্জার। যা ব্যবহার করলে একসঙ্গে কয়েকটি ডিভাইস চার্জ দিতে পারবেন। এতে সময় যেমন বাঁচবে, তেমন চার্জিংও আরও সহজ হয়ে ওঠে।আল্ট্রাসনিক শেফ'স নাইফঃ রান্নাঘরের সাধারণ ছুরি এখন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় হয়ে উঠছে আরও স্মার্ট। আল্ট্রাসনিক শেফ'স নাইফ দেখতে আর পাঁচটা রান্নার ছুরির মতো হলেও এর ব্লেডে থাকে সূক্ষ্ম আল্ট্রাসনিক কম্পন। পাইজোইলেকট্রিক সিরামিক ক্রিস্টালের মাধ্যমে এই কম্পন তৈরি হয়, ফলে খুব সহজে ও নিখুঁতভাবে খাবার কাটা যায়। ব্যবহারকারী হাতে তেমন কম্পন অনুভব করেন না এবং শব্দও প্রায় শোনা যায় না।

পেতনির ডাক?

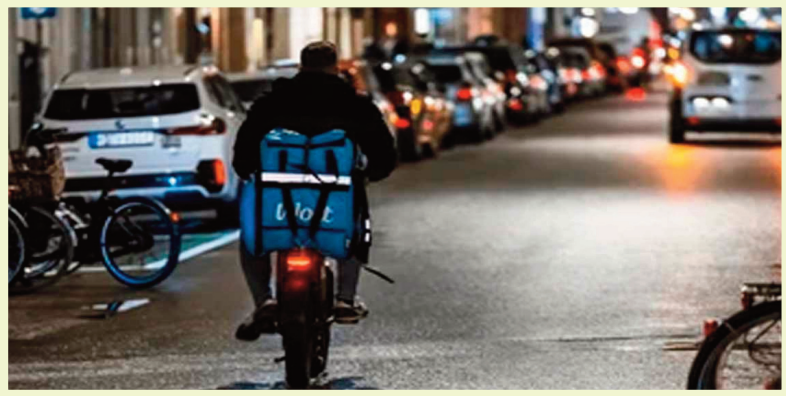

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাতবিরেতে খাবার অর্ডার নতুন কিছু নয়। যিনি অর্ডার করেছেন, তাঁর হাতে খাবার পৌঁছে দেওয়াই দায়িত্ব ডেলিভারি বয়ের। তবে রাতবিরেতে কবরস্থানে বসে খাবার অর্ডার করার কথা শুনেছেন কখনও? সম্প্রতি এমনই এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। সত্যি কোনও তরুণী নাকি পেতনির ডাক, তা নিয়ে আলোচনায় নেটপাড়ায় শোরগোল।ডেলিভারি বয় ও তরুণীর কথোপকথন দিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওর শুরু। খাবার নিয়ে ঠিক কোন জায়গায় পৌঁছতে হবে, সে দিকনির্দেশ করছেন তরুণী। তিনি বলছেন, রাস্তায় দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরের দিকে এগিয়ে যেতে। ডেলিভারি বয় এগোতে গিয়ে বুঝতে পারেন আসলে ওই জায়গাটি হল কবরস্থান। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল রক্ত বয়ে গিয়েছে ডেলিভারি বয়ের। তিনি স্পষ্ট জানান, ওই অন্ধকারের মধ্যে কবরস্থানে খাবার দিতে যাবেন না। তরুণী ডেলিভারি বয়কে জানান, আসলে কবরস্থানে বন্ধুর সঙ্গে পার্টি করবেন। তাই সেখানে পৌঁছে দিতে হবে খাবার। আবার ডেলিভারি বয়কে জিজ্ঞাসা করেন, ভূতের ভয় পাচ্ছেন কিনা। ডেলিভারি বয় জানান, তিনি ভূতের ভয় পাচ্ছেন না। তবে নিরাপত্তার কথা ভেবে ঘুটঘুটে অন্ধকারে কবরস্থানে যাবেন না।ভিডিওটি নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় চলছে জোর চর্চা। কেউ কেউ বলছেন, ভূত, পেতনির ডাক কিছু নয়। ভিউয়ার বাড়ানোর আশায় আগে থেকে তৈরি করা সংলাপ আওড়েছেন দু'জনে। আবার কারও কারও দাবি, যেকোনও কর্মীর কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। তাই ডেলিভারি বয় কোথাও নিরাপত্তার অভাববোধ করলে না যেতে পারেন। তাঁকে জোর করা মোটেও উচিত নয়। কারও মতে, ডেলিভারি বয় একজন মানুষ। রোবট নন। তাই অন্ধকারে ঘেরা কবরস্থানে যেতে তাঁক ভয় লাগতেই পারে। তরুণীর কবরস্থানের ভিতরে বসে খাবার অর্ডার করা উচিত হয়নি বলেও মত কারও কারও।

বার্ডিং'-এ বাড়ে বুদ্ধি আর দৃষ্টি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পাখি দেখা বা পাখি পর্যবেক্ষণ করার শখকেই বলা হয় 'বার্ডিং'। অনেকেই প্রকৃতির মধ্যে সময় কাটাতে এই অভ্যাস গড়ে তোলেন। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত পাখি দেখার অভ্যাস মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করতে পারে। যাঁরা দীর্ঘদিন 'বার্ডিং' করেন, তাঁদের মনোযোগ অন্যদের তুলনায় বেশি হয়। দৃষ্টিশক্তিও হয় প্রখর। পাখির রং, আকার ও আচরণ এসব দেখতে দেখতে যে কোনও বিষয় মনে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। স্মৃতিশক্তির প্রখর হয়। পাখি শনাক্তকরণ সময়সাপেক্ষ কাজ। এই কাজ করতে হলে খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতে হয়। এতে মনোযোগ বাড়ে।প্রকৃতির মধ্যে সময় কাটালে মানসিক চাপ কমে। পাখির ডাক, পাখির রং মন ভালো রাখতেও সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের মানসিক চর্চা বয়সজনিত মস্তিষ্কের পরিবর্তনকে ধীর করতে পারে।'বার্ডিং' করতে গিয়ে বিভিন্ন পাখি সম্পর্কে নতুন তথ্য জানা যায়। এই অভ্যাস নিত্যনতুন কিছু শেখার জানার আগ্রহ বাড়ায়। পার্ক, লেক বা বাড়ির ছাদ থেকেই পাখি দেখা শুরু করতে পারেন। সঙ্গে বাড়ির ছোট সদস্যকেও রাখতে পারেন। ছোট থেকেই সুঅভ্যাস গড়ে উঠবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত 'বার্ডিং' করলে তা মস্তিষ্কের জন্য এক ধরনের প্রাকৃতিক ব্যায়াম হিসেবে কাজ করতে পারে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/17/2026 4:44 PM Page 4

ভোটের প্রচারে ব্যস্ত
নেতারা, বিপদে আলু চাষিরা

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়িঃ সবকিছু যেন এক মুহূর্তে ওলটপালট হয়ে গেছে। চোখে মুখে শুধু দুশ্চিন্তার ছাপ, রাতে ঘুম নেই এভাবেই দিন কাটছে ধূপগুড়ির আলু চাষিদের। সামনে বিধানসভা নির্বাচন, চারদিকে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু এই দুঃসময়ে চাষিদের খোঁজ নিতে কেউ আসেনি বলেই অভিযোগ উঠছে। সাহায্য তো দূরের কথা, সহানুভূতির কথাও কেউ শোনায়নি এমনটাই জানাচ্ছেন হতাশ কৃষকেরা।ধূপগুড়ি মহকুমায় আলুই প্রধান চাষের ফসল। প্রতি বছর এই ফসলের উপর ভরসা করেই হাজার হাজার কৃষক সংসার চালান। কিন্তু এ বছরের বসন্ত যেন তাদের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্বাভাবিক ও টানা বৃষ্টিতে মাঠের পর মাঠ জলে ডুবে গেছে, যার ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে আলুর চাষে।অনেক জমিতে দিনের পর দিন জল জমে থাকায় মাটির নিচে থাকা আলু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই গাছ পচে গেছে, আলুও খারাপ হয়ে গেছে বলে অভিযোগ। ফলে যেসব চাষি এখনও ফসল তুলতে পারেননি, তাদের ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে, যেসব চাষি ইতিমধ্যে আলু তুলে বাড়ি বা গোডাউনে রেখেছিলেন, তারাও বিপদে পড়েছেন। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে সেই আলুও পচে যাচ্ছে। ফলে একদিকে মাঠে ক্ষতি, অন্যদিকে মজুত ফসল নষ্ট দুই দিক থেকেই চাপে পড়েছেন তারা। এবারের সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে বাজার পরিস্থিতি। চাষিরা জানাচ্ছেন, আলুর দাম এমনিতেই খুব কম, ক্রেতাও নেই বললেই চলে। ফলে যে ফসল বেঁচে আছে, সেটাও ঠিকমতো বিক্রি করা যাচ্ছে না। এই চাষের জন্য অনেকেই ব্যাংক বা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। বীজ, সার, সেচ, শ্রমিক সব মিলিয়ে বড় অঙ্কের টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখন সেই ঋণ শোধ করাই বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা সরকারের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, প্রশাসন যদি দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিয়ে আর্থিক সাহায্য করে, তাহলে কিছুটা হলেও তারা এই বিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলছেন তারা। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে নির্বাচনের এই সময়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কতটা দ্রুত সাহায্য পৌঁছবে? যদিও জানা যাচ্ছে, ব্লক কৃষি দপ্তরের তরফে শস্যবিমার ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। এখন সেই উদ্যোগ কতটা কার্যকর হয়, সেটাই দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন ধূপগুড়ির চাষিরা।

পাঁচ দিন বিদ্যুৎহীনতা
ক্ষোভ গ্রামবাসীর

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়িঃ ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫/৮৬ নম্বর পাড়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর পাঁচ দিন কেটে গেলেও এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরেনি। সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসীরা বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে। গ্রামের কিছু অংশে বিদ্যুৎ এলেও বেশিরভাগ এলাকাই এখনও অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত কয়েক দিন ধরে বারবার বিদ্যুৎ দপ্তরে জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। স্থানীয় বাসিন্দা পুষ্পজিত রায় বলেন, পাঁচ দিন ধরে আমরা অন্ধকারে আছি। কর্মীরা মাঝে মাঝে এলেও পুরো কাজ না করেই ফিরে যাচ্ছেন। এতে সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। এই অবস্থায় আজ গ্রামবাসীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ক্ষুব্ধ মানুষজন এক স্থানীয় বিদ্যুৎ কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। পরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যখন ট্রান্সফরমারে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের দাবি, আংশিক নয় পুরো গ্রামে একসঙ্গে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করতে হবে। অভিযোগ রয়েছে, বিক্ষোভের সময় ওই কর্মী ট্রান্সফরমারের মেইন সুইচের হ্যান্ডেল খুলে দেওয়ায় গোটা গ্রাম পুরোপুরি বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। এতে গ্রামবাসীদের ক্ষোভ আরও বাড়ে। এদিকে, স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধেও সহযোগিতা না করার অভিযোগ তুলেছেন বাসিন্দারা। তাঁদের সাফ কথা, যতদিন না পুরো গ্রামে একযোগে বিদ্যুৎ পরিষেবা ফিরছে, ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা।

প্রার্থী ঘোষণা হতেই বিজেপির
বিক্ষোভ,পার্টি অফিসে ভাঙচুর

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার বিজেপিতে প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে তীব্র অশান্তি দেখা দিয়েছে। জেলার পাঁচটি বিধানসভা আসনের মধ্যে চারটিতে দলের প্রার্থী ঘোষণা করা হতেই দলে ভেতরের নেতাকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।

বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার আসনে পরিতোষ দাসকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে জেলা বিজেপি অফিসে বড় ধরনের ভাঙচুর ও উত্তেজনার ঘটনা ঘটে।

অফিসের ভিতরে ফার্নিচার ভাঙা হয় এবং কিছু সরঞ্জামও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পাওয়া যায়, ওই সময় জেলা সভাপতি মিঠু দাস যখন অফিসে পৌঁছান, তখনও তাকে অফিসের ভিতরে তালাবদ্ধ রাখা হয়। ঘটনার কারণে দলের অভ্যন্তরে বড় ধরনের বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। রাত পর্যন্ত পার্টি অফিসে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। জেলা নেতৃত্ব এবং স্থানীয় নেতারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন।

তবে এখনও দলে শান্তি ফেরেনি।রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ধরনের অশান্তি দলের একতা ও নির্বাচনী প্রস্তুতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। স্থানীয় সাধারণ মানুষও উদ্বিগ্ন যে, এই পরিস্থিতি ভোট প্রচারে এবং নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে।দলীয় নেতারা এখন প্রধান দায়িত্ব হিসেবে পরিস্থিতি শান্ত করা এবং

অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য সমাধান করা। আগামী দিনগুলোতে দেখার বিষয়, আলিপুরদুয়ারের এই অশান্তি দলকে কতটা প্রভাবিত করে এবং নির্বাচনে দল কতটা শক্ত অবস্থান নিতে পারে।

ভোট প্রচারে উত্তেজনা
তৃণমূলের প্রশ্নে মুখোমুখি অগ্নিমিত্রা

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা ,রানিগঞ্জঃ মঙ্গলবার ভোট প্রচারের সময় তৃণমূলের উপপ্রধান সিদান মন্ডল ও বিজেপির প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের মধ্যে কড়া বাক্য বিনিময় দেখা যায় আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায়। সোমবার সিপিএমের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর বিজেপি প্রথম তালিকায় অগ্নিমিত্রা পালকে আসানসোল দক্ষিণের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। মঙ্গলবার ভোটের প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ার পরই অগ্নিমিত্রা পাল প্রচার অভিযান শুরু করেন। বল্লভপুর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় হাট বাজার ঘুরে তিনি ভোটারদের ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। এই সময়ে হাট বাজারে তৃণমূলের উপপ্রধান সিদান মন্ডলের সঙ্গে তাদের সৌজন্য সাক্ষাৎ ঘটে। তবে সাক্ষাতের মাঝেই কিছু তির্যক মন্তব্যের বিনিময় হয়।উপপ্রধান সিদান মন্ডল সাংবাদিকদের বলেন, বিজেপি পরিচালিত বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও বিতাড়নের ঘটনা ঘটেছে কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এছাড়া ভোট প্রচারের ক্ষেত্রে দুই দলের কার্যক্রমের তুলনাও করেছেন। অগ্নিমিত্রা পাল তার বক্তব্যে তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করে বলেন, জলের মতো মৌলিক সমস্যাতেও রাজনীতি করছে তৃণমূল, ফলে মানুষজন বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি ভোটারদের কাছে বিজেপির সঙ্গে পথ চলার আহ্বান জানান। উভয় নেতার মধ্যেকার এই কথাবার্তার বিনিময় ভোট প্রচারের উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আসানসোল দক্ষিণে এই প্রথম দফার প্রচারণা দেখিয়েছে, দুই দলই ভোটারদের মন জয় করতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখন দেখার বিষয়, দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে অগ্নিমিত্রা পাল কতটা ভোটারদের মধ্যে জায়গা করে নিতে সক্ষম হন।

ভূমিকন্যাকে সামনে রেখে
বামেদের ভোট প্রচার শুরু

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ প্রার্থী ঘোষণা হতেই পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জোরদার প্রচার শুরু করে দিল বামেরা। সোমবার সন্ধ্যা থেকেই অনান্য এলাকার, সঙ্গে গলসি বিধানসভা এলাকায় প্রচারে নামে সিপিআইএম। মঙ্গলবারও চলে দলের প্রচার। প্রার্থী মণিমালা দাসের সমর্থনে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন। সোমবার বিকেলে বামেদের প্রার্থী ঘোষণা হতেই গলসি বিধানসভায় মিরিক পাড়া, কুরকুবা ও দক্ষিণ গলসি-সহ বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের দেওয়াল লিখতে দেখা যায়। লাল রঙে দলের প্রতীক ও প্রার্থীর নাম তুলে ধরে ভোটের আহ্বান জানানো হচ্ছে। শুধু দেওয়াল লেখনই নয়, মঙ্গলবারও প্রার্থী মণিমালা দাসকে নিয়ে গলসিতে মিছিলও করেন সিপিআইএমের কর্মী-সমর্থকেরা। মিছিলে স্থানীয় নেতৃত্ব ও বহু কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ভূমিকন্যা প্রার্থীকে পেয়ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গেছে। অনেকেই মনে করছেন, এলাকার মেয়েকে প্রার্থী করায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আরও বাড়বে এবং প্রচারে নতুন গতি আসবে। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, গলসি বিধানসভায় মানুষের সমর্থন নিয়েই তারা এবারের নির্বাচনী লড়াইয়ে নামছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/17/2026 4:44 PM Page 5

আট থেকে আশি সকলের হাতেই রং তুলি

পটশিল্পের আখড়া পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়া গ্রাম

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলার কোণ ঘেঁষে ছোটো একটি গ্রাম। নাম নয়া গ্রাম । এ এমন এক গ্রাম যেখানে শিশুরা ঠিক করে হাঁটতে শেখার আগেই হাতে তুলে নেয় রং-তুলি। এ গ্রাম আক্ষরিক অর্থেই যেন বাংলার শিল্পী-গ্রাম। গ্রামের প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালই যেন কোনো এক অজানা চিত্রকরের খোলা ক্যানভাস। আর বাসিন্দারা প্রত্যেকেই জাত শিল্পী। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভুরি ভুরি পুরস্কার নিয়ে এসেছেন এই গ্রামের শিল্পীরা, এখনকার নিজস্ব শিল্পরীতি 'পট চিত্র'-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এখনকার শিল্পীরা এই মৃতপ্রায় শিল্পকে সময়ের পরীক্ষায় টিকিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং নিরলসভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এই শিল্পের ধারা। এঁরাই নয়া গ্রামের লোকশিল্পী, যাঁরা বাংলার অসামান্য লোক-শিল্পের ঐতিহ্যকে পটে সংরক্ষণ করেছেন। এই পটগুলি উন্মোচন করলে চোখের সামনে ধরা দেয় এক নতুন জগত, যে জগতের প্রতিটি ফ্রেমে পটশিল্পীরা তাঁদের আঁকার মাধ্যমে বুনেছেন নানা গল্প। নয়া গ্রাম ভ্রমণ যেন সত্যিই চোখের আরাম।প্রতি বছর নভেম্বর মাসে নয়া গ্রামের শিল্পীদের বার্ষিক 'পট মায়া' উৎসবে শিল্প, সঙ্গীত এবং নৃত্যানুষ্ঠানে মেতে ওঠে গোটা গ্রাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে থাকে রং-তুলির কাজ করা শাড়ি, শাল, টি-শার্ট এবং ঘর সাজানোর নানান সরঞ্জামের প্রদর্শনী।এই গ্রামের প্রতিটি মাটির কুঁড়েঘরের দেওয়ালেই রয়েছে অসাধারণ গাছপালা এবং প্রাণীর ছবি। কোথাও উজ্জ্বল হলুদ রঙের ডোরাকাটা বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনার দিকে,

সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে তার উল্ল জ্জ্বল লাল জিহ্বা, কোথাও আবার রোদে ঝলমলে গাছপালা, ফুল, কোথাও বা বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে থাকবে পেঁচা সহ অন্যান্য পাখিরা। এ যেন সাধারণ মানুষের মধ্যেই প্রকৃতি এবং শিল্পের অনবদ্য সহাবস্থান। মূলত সাঁওতাল, হোস, মুন্ডা, জুয়াং এবং খেরিয়া উপজাতিদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল এই পটচিত্র। প্রাথমিক পর্যায়ে এরা পূর্বপুরুষ পিলচু হারাম এবং পিলচু বুরহির জন্মবৃত্তান্ত চিত্রিত করতেন। তাঁদের জীবনের কথা, তাঁদের সাত ছেলে এবং সাত মেয়ের কথা, কীভাবে এই সাত ভাইয়ের সঙ্গে সাত বোনের বিয়ে হয়েছিল সেইসব গল্পই ফুটিয়ে তুলতেন তাঁদের পটে। সেসময় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য, বৌদ্ধ রাজা ও সন্ন্যাসীরা পটচিত্রের বহুল ব্যবহার করেছিলেন। ফলে ক্রমেই পটুয়াদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এমনকি এই সময়ে বালি, জাভা, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া এবং তিব্বতের দূরবর্তী উপকূলেও ছড়িয়ে পড়েছিল এই পটচিত্র। পরবর্তীকালে অবশ্য মুসলিম আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটলে চিত্রশিল্পীরাও ইসলাম অনুসারী হয়ে যান। আজও এই প্রাচীন লোকশিল্পটির আঁকার শৈলী, রং, রেখার টান এবং স্থান নির্বাচনের জন্য সারা বিশ্বের শিল্পপ্রেমীদের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। 'পট' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'পট্ট' থেকে, যার অর্থ কাপড়। আর এই পট আঁকেন যেসব চিত্রশিল্পীরা, তাদের বলা হয় পটুয়া।

মজার বিষয় হল, পটুয়ারা শুধু যে ছবিই আঁকেন এমন নয়, দর্শকদের সামনে যখ ন সেই পটটি তুলে ধরেন তখন সঙ্গে বিভিন্ন লোকগানও পরিবেশন করেন। এই গানগুলি 'পটের গান' নামে পরিচিত। ঐতিহ্যবাহী পৌরাণিক কাহিনি এবং উপজাতীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস এবং সমসাময়িক নানা বিষয় যেমন , বনভূমি সংরক্ষণ এবং এইচআইভি বা এইডসের মতো রোগ প্রতিরোধের বার্তা প্রভৃতি ছড়িয়ে দেন এইসব পটের গানের মাধ্যমে। পটুয়ারা আঁকার ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাকৃতিক রং-ই ব্যবহার করেন। বিভিন্ন গাছ, পাতা, ফুল এবং কাদামাটি থেকে সংগ্রহ করেন এই সব রং।নয়া গ্রামের মানুষের রক্তে শিল্প। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এরা জাতশিল্পী। বর্তমানে এই গ্রামে প্রায় আড়াইশো জন পট-চিত্র শিল্পীর বাস। তাদের বেশিরভাগই নিত্যদিন সকাল থেকে লেগে পড়েন আঁকার কাজে। কেউ মাটির পট, কেউ শাড়ি অথবা গয়নাতে রং তুলির টান দিতে থাকেন। সব থেকে আশাপ্রদ যে বিষয়টি, এই গ্রামের প্রতিটি শিশুও ছোটো বয়স থেকেই শিখে নেয় তুলি টানার পদ্ধতি। এখনকার বহু চিত্রকরই মনু চিত্রকরের মতো আন্তর্জাতিক প্রকল্পে অংশ নিয়েছেন। মনু চিত্রকর আফ্রিকান-আমেরিকান লেখক এবং ব্লুজ গায়ক আর্থার ফ্লাওয়ার্স-এর যৌথ সহযোগিতায় মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের জীবনী 'আই সি দ্য প্রমিজড ল্যান্ড' নিয়ে গ্রাফিক-উপন্যাস রচনা করেছেন। মনুর মতো চিত্রকররা হিন্দু এবং ইসলাম উভয় ধর্মেরই রীতিনীতি পালন করে। তাই হিন্দু ও মুসলিম রীতিনীতি প্রায়শই মিলেমিশে যায় এই গ্রামে। কলকাতা থেকে মাত্র তিন থেকে চার ঘণ্টার দূরত্ব। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে নয়া গ্রামের বাসিন্দারা একটি বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবটি 'পট মায়া' নামে পরিচিত। ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং এখনকার চিত্রকরদের সাফল্য উদযাপন করতে তিন দিনের এই উৎসবে শিল্প, সঙ্গীত এবং নৃত্যানুষ্ঠানে মেতে ওঠে গোটা গ্রাম। পাশাপাশি অনুষ্ঠানের প্রদর্শনীতে থাকে রং-তুলির কাজ করা শাড়ি, শাল, টি-শার্ট এবং ঘর সাজানোর নানান সরঞ্জাম যেমন-ল্যাম্পশেড, পর্দা, দেওয়ালে ঝোলানোর বাহারি জিনিস ইত্যাদি।

এছাড়াও এই গ্রামে রয়েছে 'চিত্রতরু' নামে একটি লোকশিল্প সম্পদ সংরক্ষণকেন্দ্র, যেখানে সারা বছর পটচিত্র চিত্রকর্ম এবং অন্যান্য পণ্য প্রদর্শন করা হয়। শুধু তাই নয়, রয়েছে আলাদা কর্মশালার ব্যবস্থাও। কেউ যদি পটচিত্র অঙ্কন এবং প্রাকৃতিক রং তৈরির কাজ শিখতে চায়, তাহলে শিল্পীরা সাদরে হাতে-কলমে শিখিয়েও দেন সেই কাজ। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।